দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 MAR 1989
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

৪।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বৃহস্পতিবার খুলনার গোল্লামারীতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে: এরশাদ

খুলনা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

খুলনা, ৯ই মার্চ (বাসস)।— প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বৃহস্পতিবার এখান থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে গোল্লামারীতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ উপলক্ষে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্থান থেকে শিক্ষা ও সমাজজীবনের যে অভিযাত্রা শুরু করা হয়েছে, তা আগামী দিনগুলোয় জাতির পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে।

তিনি বলেন, আমরা আজ নিছক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তরই স্থাপন করিনি, আমরা মানুষের একটি মিলনস্থলও প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের নতুন অভিযাত্রা আমাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে নিয়ে যাবে। আর সে লক্ষ্য হাসিল করা আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব।

আকাশে পায়রা আর ফেস্টুনসহ রং-বেরংয়ের বেলুন ওড়ানো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমবেত অগণিত মানুষের হর্ষধ্বনি ও গগনবিদারী স্বাগত শ্লোগানের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপপ্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এইচ এম এ গাফফারও বক্তৃতা করেন।

ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নাজিমউদ্দিন আল আজাদ, তথ্য প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ দীদার বখত, জাতীয় সংসদের হুইপ মুফতী মওলানা

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 MAR 1989
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

(১ম পৃঃ পর)

মোহাম্মদ ওয়াক্কাস, স্থানীয় এরিয়া কম্যান্ডার মেজর জেনারেল আর এ গোলাম মুক্তাদির ও সংসদ সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

খুলনাবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদ আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ এই সমাবেশে মিলিত হয়েছে।

এর ফলে যে রাজনৈতিক ধারার সৃষ্টি হয়েছে তা দেশকে একটি পথনির্দেশ দেবে এবং জাতির রাজনৈতিক সত্তাকে জোরদার করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এদেশকে তা বিশ্বের একটি শক্তিশালী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে জাতিকে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

প্রেসিডেন্ট তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আট কোটি টাকা বরাদ্দের কথা উল্লেখ করেন এবং একজন শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেন। সেই দার্শনিক বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি প্রশস্ত ও সুন্দর ভবনই নয় নবতর জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সূতিকাগার ও সেই সঙ্গে প্রগতি ও সভ্যতার দিশারী।

তিনি বলেন, তিনি সর্বদাই শিক্ষার উপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করে এসেছেন। আর তাই, শিক্ষা খাতের বরাদ্দ ১৯৮২-৮৩ অর্থবছরের ২৮৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে ১১৫৬ কোটি টাকারও বেশী করা হয়েছে। জোর দেয়া হয়েছে কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, গত সাত বছরে ৯১টি কলেজ এবং ১৪৪টি স্কুল জাতীয়করণ করা হয়েছে। সমাজ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর এবং জাতিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি শিক্ষিত জাতির পরিচয়ে অভিষিক্ত করার উদ্দেশ্যেই এসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে তাঁর সরকার জনগণের জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি বলেন, এর ফলে, "আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছি। বহির্বিশ্বে আজ আমরা একটি শক্তিশালী জাতি হিসাবে পরিচিত।"

প্রেসিডেন্ট বলেন, ঐক্য এবং সংকল্পের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। আগামী দিনগুলোয় বৃহত্তর সাফল্য অর্জনের জন্য তা চিরকাল অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ঘোষণা করেন, রূপসা সেতু নির্মাণ করা হবে। জনগণের অবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে তিনি সব কটি গণমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি বলেন, রূপসা নদীর ওপর সেতু মঙ্গলা বন্দরের কাজকর্ম উন্নত করতে সাহায্য করবে। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ছাড়াও এ সেতু এলাকার অগ্রগতিতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কাজী জাফর

উপপ্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বলেন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সঙ্গে দেশবাসীর একটি স্বপ্ন সত্যি হলো।

শেখ শহীদ

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাশীঘ্র ক্লাশ শুরু করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।